নিরীক্ষা প্রতিবেদন
Audit Report

৮

ভূমিকা
Introduction

নিরীক্ষা প্রতিবেদন (audit report) হচ্ছে নিরীক্ষা কাজের চুড়ান্ত ফলাফল। দীর্ঘ সময়ব্যাপী নিরীক্ষা কার্যাবলী সম্পাদন শেষে নিরীক্ষককে নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করতে হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করার পর বার্ষিক সাধারণ সভায় এটি শেয়ারহোল্ডারদের নিকট পেশ করতে হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে নিরীক্ষক মক্কেল বা নিরীক্ষাধীন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহের নির্ভুলতা এবং নিরপেক্ষতা সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন। এই ইউনিটে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় **১** সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ : নিরীক্ষা প্রতিবেদন
পাঠ-৮.২ : গুরুত্বতা ধারণা
পাঠ-৮.৩ : নিরীক্ষকের মতামত
পাঠ-৮.৪ : বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ অনুচ্ছেদ
পাঠ-৮.৫ : চলমান ব্যবসায় অনুমান এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন
পাঠ-৮.৬ : ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্র।

মূখ্য শব্দ	নিরীক্ষা প্রতিবেদন, গুরুত্বতা ধারনা, নিরীক্ষকের মতামত, বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ অনুচ্ছেদ, চলমান ব্যবসায় অনুমান এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন, এবং ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্র।

পাঠ-৮.১ নিরীক্ষা প্রতিবেদন
Audit Report

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অর্থ জানতে পারবেন।
- নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ বা উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নমুনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ব্যবহার ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অর্থ
Meaning of audit report

যে প্রতিবেদনে নিরীক্ষক নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের উপর মতামত প্রদান করেন, তাকে নিরীক্ষা প্রতিবেদন বলে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন হচ্ছে নিরীক্ষা শেষে নিরীক্ষক কর্তৃক তৈরী একটি লিখিত প্রতিবেদন, যেখানে নিরীক্ষক একটি কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ হিসাববিজ্ঞানের কাঠামো, যেমনঃ সর্বজনীনভাবে গৃহীত হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (generally accepted accounting principles) অনুযায়ী তৈরি হয়েছে কিনা এবং উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ বড় ধরনের বা গুরুতর ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত কিনা, সে বিষয়ে মতামত প্রদান করে থাকেন। নিরীক্ষা প্রতিবেদন কোম্পানীর বার্ষিক প্রতিবেদন (annual report)-এ প্রকাশ করা হয়।

Will Kenton নিরীক্ষা প্রতিবেদনকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেনঃ

“An auditor's report is a written letter from the auditor containing their opinion on whether a company's financial statements comply with generally accepted accounting principles (GAAP) and are free from material misstatement” (নিরীক্ষা প্রতিবেদন হচ্ছে নিরীক্ষক কর্তৃক লিখিত একটি পত্র, যেখানে নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরির ক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে গৃহীত হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং উক্ত বিবরণীসমূহ গুরুতর ভুল হতে মক্ত কিনা, এ বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।)

প্রধানতঃ নিরীক্ষক নিম্নোক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত (opinion) প্রদান করে থাকেন ।

আর্থিক অবস্থার বিবরণী (statement of financial position)

আয় বিবরণী (income statement)

মালিকানা স্বত্ত্বা পরিবর্তন বিবরণী (statement of changes in equity)

নগদ প্রবাহ বিবরণী (cashflow statement)

আর্থিক বিবরণীসমূহের পাদটিকাসমূহ (notes to financial statements)

নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরীর ক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে গৃহীত নিরীক্ষা মানদন্ড (generally accepted auditing standards) কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা এবং কাঠামো (format) অনুসরন করা হয়। প্রধানতঃ International Standards on Auditing (ISA)-এর নিম্মোক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়।

ISA 700 – The auditor’s report on financial satements

ISA 705 – Modification to the opinion in the independent auditor’s report

ISA 706 – Emphasis of matters paragraphs and other matters paragraphs in the independent auditor's report.

এছাড়াও, নিরীক্ষককে তার মতামত প্রদানের জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়। নিরীক্ষা সাক্ষ্যপ্রমাণের ক্ষেত্রে নিম্মোক্ত দুটি মানদন্ড অনুসরণ করা হয়, যা নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নির্ভুলতা এবং নিরপেক্ষতার মাত্রাকে বৃদ্ধি করে।

ISA 330 – Sufficient appropriate audit evidence

ISA 450 – Misstatement

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ বা উপাদানসমূহ

Different parts or elements of audit report

একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেকগুলো অংশ থাকে। প্রত্যেকটি অংশে ভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ নিম্মে বর্ননা করা হলোঃ

১) **শিরোনাম (title)ঃ** নিরীক্ষা প্রতিবেদনের শুরুতেই একটি শিরোনাম থাকে। শিরোনামের একটি নমুনা নিম্নরূপঃ

Independent Auditor's Report to the Members of Tesco PLC.

২) **প্রতিবেদনের প্রাপক (addressee)ঃ** প্রতিবেদনে প্রাপকের নাম উল্লেখ থাকে। প্রতিবেদনের প্রাপক বলতে বুঝায় কার উদ্দেশ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি তৈরী করা হল। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রাপক বা যাদের উদ্দেশ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়, তাঁরা হলো শেয়ারহোল্ডারগণ। নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপকের একটি নমুনা নিম্নরূপঃ

Shareholders
Tesco PLC

৩) **ভুমিকা (Introduction)ঃ** ভুমিকা অনুচ্ছেদের মাধ্যমে মুল নিরীক্ষা প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ শুরু হয়। এ অনুচ্ছেদে মুলতঃ নিম্মোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকেঃ

ক) নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের নাম।

খ) যে ধরনের আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করা হলো, তাদের নাম।

গ) আর্থিক বিবরণীসমূহ হিসাববিজ্ঞানের নীতি (accounting policy) এবং কাঠামো (framework) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে, তার উল্লেখ থাকবে।

ঘ) কোন্ আর্থিক বৎসরের নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং উক্ত আর্থিক বৎসরের শুরু এবং শেষের তারিখ উল্লেখ থাকবে। নিম্নে ভূমিকা অনুচ্ছেদের এটি নমুনা দেয়া হলোঃ

We have audited the Group Financial Statements of Tesco PLC for the 53 weeks ended 28 February 2019 which comprise the Group Income Statement, the Group Balance Sheet, the Group Cash Flow Statement, the Group Statement of Recognised Income and Expense and the related notes. These Group Financial Statements have been prepared under the accounting policies set out therein.

৪) **আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ (management responsibilities for preparing the financial statements)ঃ** প্রতিবেদনের এই অনুচ্ছেদে যারা (কোম্পানী ব্যবস্থাপনা) আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরী করেছে, তাদের দায়িত্বসমূহ কী ছিল, তা বর্ণনা করা হয়। নিম্নে এই অনুচ্ছেদের একটি নমুনা দেয়া হলোঃ

The Directors' responsibilities for preparing the Annual Report and the Group Financial Statements in accordance with applicable law and Financial Reporting Standards (IFRSs) as endorsed by the Bangladesh Accounting Standards (BAS) are set out in the Statement of Directors' Responsibilities.

৫) **নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ (auditor's responsibilities)ঃ** এই অনুচ্ছেদে নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ কী ছিল, তার উল্লেখ থাকে।

৬) **মতামতের ভিত্তি (basis of opinion)ঃ** এই অনুচ্ছেদে নিরীক্ষক কিসের উপর ভিত্তি করে তার মতামত প্রদান করেছে, তার উল্লেখ থাকে। সাধারণতঃ নিম্মোক্ত দুইটা বিষয় এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ থাকেঃ

ক) নিরীক্ষক যে নিরীক্ষা মানদন্ড (auditing standards) এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা অনুসারে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করেছে, তার উল্লেখ থাকে।

খ) নিরীক্ষক পর্যাপ্ত ও যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মতামত প্রদান করেছে, তার উল্লেখ থাকবে।

৭) **মতামত (opinion)ঃ** মতামত অনুচ্ছেদ হচ্ছে, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রধান অংশ যা প্রতিবেদনের আত্মা (heart) নামে পরিচিতি। এই অংশে নিরীক্ষক তার মতামত প্রদান করে থাকে। নিম্নে নিরীক্ষকের মতামতের একটি নমুনা দেয়া হলোঃ

In our opinion regarding the Group Financial Statements:

- give a true and fair view of the state of the Group's affairs as at 31 December 2019 and of its profit and cash flows for the year then ended;
- have been properly prepared in accordance with the Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), Bangladesh Accounting Standards (BAS); and
- have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 1994, the Bank Companies Act 1991, the rules and regulations issued by the Bangladesh Bank, the Securities and Exchange Rules 1987 and other applicable laws and regulations.

৮) **প্রতিবেদনের অন্যান্য দায়িত্বসমূহ (other reporting responsibilities)ঃ** আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদান করা নিরীক্ষকের মৌলিক দায়িত্ব। তবে নিরীক্ষককে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার কিংবা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার (regulatory body) চাহিদা মোতাবেক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করতে হতে পারে। সাধারণতঃ এক্ষেত্রে নিম্মোক্ত উপ-শিরোনাম ব্যবহার করা হয়ঃ

Report on other legal and regulatory requirements

৯) **নিরীক্ষকের স্বাক্ষর (signature of auditor)ঃ** এ অংশে নিরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকে। নিরীক্ষকের স্বাক্ষর তিন ভাবে হতে পারে।

ক) নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে স্বাক্ষর হতে পারে; অথবা

খ) নিরীক্ষকের ব্যক্তিগত নামে স্বাক্ষর হতে পারে; অথবা

গ) উভয়ই একসাথে হতে পারে।

১০) **প্রতিবেদনের তারিখ (date of the report)ঃ** নিরীক্ষকের স্বাক্ষরের নীচে প্রতিবেদন ইস্যুর তারিখ উল্লেখ থাকে।

১১) **নিরীক্ষকের ঠিকানা (auditor's address)ঃ** প্রতিবেদন ইস্যু তারিখের নীচে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা বা অবস্থান উল্লেখ থাকে।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি নমুনা

A sample of an audit report

নিম্নে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি নমুনা দেয়া হল। উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষা প্রতিবেদন সর্বদাই ইংরেজিতে লেখা হয় বিধায় নমুনা নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি ইংরেজিতেই উপস্থাপন করা হল।

AUDITORS' REPORT
To
The Shareholders of Uttara Bank Limited and its Subsidiaries

Introduction

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Uttara Bank Limited and its subsidiaries, ("the Group") as well as the financial statements of Uttara Bank Limited ("the Bank") which comprise the consolidated and separate balance sheets as at 31 December 2015 and the consolidated and separate profit and loss accounts, the consolidated and separate statements of changes in equity and the consolidated and separate cash flow statements, the consolidated and separate liquidity statements for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information disclosed in notes 1 to 42.

Management's Responsibilities for the Financial Statements

Management of the Bank is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements of the Group and also the financial statements of the Bank in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS) as explained in note 3.01, Bangladesh Accounting Standards (BAS), the Companies Act 1994, the Bank Companies Act 1991, the rules and regulations issued by the Bangladesh Bank, the Securities and Exchange Rules 1987 and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of these consolidated financial statements of the Group and the financial statements of the Bank that are free from material misstatements, whether due to fraud or error selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditors' Responsibilities

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements of the Group and the financial statements of the Bank based on our audit. We conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing (BSA). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements of the Group and the financial statements of the Bank are free from material misstatement.

Basis of audit opinion

We conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements of the Group and the financial statements of the Bank. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements of the Group and the financial statements of the Bank, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements of the Group and the financial statements of the Bank in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management of the Bank, as well as

evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements of the Group and the financial statements of the Bank.

Opinion

In our opinion the Group financial statements:

- give a true and fair view of the state of the Group's affairs as at 31 December 2015 and of its profit and cash flows for the year then ended;
- have been properly prepared in accordance with the Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), Bangladesh Accounting Standards (BAS); and
- have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 1994, the Bank Companies Act 1991, the rules and regulations issued by the Bangladesh Bank, the Securities and Exchange Rules 1987 and other applicable laws and regulations.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, the Securities and Exchange Rules 1987, the Bank Company Act 1991, and the rules and regulations issued by Bangladesh Bank, we also report the following:

(a) we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof;

(b) financial statements of all subsidiaries of the Bank have been audited by Rahman Mostafa Alam & Co. (Chartered Accountants) and have been properly reflected in the consolidated financial statements;

(c) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Group and the Bank so far as it appeared from our examination of those books.

	(signature)	(signature)
Dated: Dhaka	M.M. RAHMAN & Co.	RAHMAN MOSTAFA ALAM & Co.
16 March 2016	Chartered Accountants	Chartered Accountants

M.M. RAHMAN & Co., and
RAHMAN MOSTAFA ALAM & Co.
Chartered Accountants and Registered Auditors
Dhaka 1 May 2015

(This audit report is adapted from the Uttara Bank Limited, Bangladesh)

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ব্যবহার ও গুরুত্ব

Usages and importance of audit report

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ব্যবহার ও গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণতঃ নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা প্রতিবেদন ব্যবহার করে থাকে।

১) শেয়ারহোল্ডারগণ (shareholders)
২) সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ (potential investors)
৩) পাওনাদারগণ (creditors)

৪) নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ (banks)
৫) সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ (government and regulatory bodies)

উপরোক্ত সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বস্ত দলিল। কারণ, নিরীক্ষা প্রতিবেদন থেকে এর ব্যবহারকারীগণ নিম্মোক্ত সুবিধাসমূহ পেয়ে থাকে।

১) **নির্ভুলতা ও নিরপেক্ষতার প্রত্যয়ণ (certifies true and fair)ঃ** নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিরীক্ষক নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহের নির্ভুলতা ও নিরপেক্ষতার বিষয়ে প্রত্যয়ণ প্রদান করে থাকে।

২) **ব্যবস্থাপনার সততা জানা (knowing honesty of management)ঃ** শেয়ারহোল্ডারগন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সততা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। কারণ, প্রতিবেদনটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ নিরীক্ষকগণ তৈরী করে থাকেন, যার মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডাদের পক্ষে ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে কিনা, তা জানতে পারা যায়।

৩) **সঠিক তথ্য-উপাত্তের নিশ্চয়তা (ensures accurate information)ঃ** এটা শেয়ারহোল্ডার এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অন্যান্য ব্যবহারকারীদেরকে নিশ্চয়তা দেয় যে, নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক এবং উক্ত বিবরণীসমূহে গুরুতর কোন ভুল নেই। অথবা এটা শেয়ারহোল্ডার এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অন্যান্য ব্যবহারকারীদেরকে এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক নয় এবং উক্ত বিবরণীসমূহে গুরুতর ভুল আছে।

৪) **সমস্যা সম্পর্কে জানা (knowing the problems)ঃ** নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সম্পর্কে শেয়ারহোল্ডারগণ অবহিত হতে পারেন। যেমনঃ কোম্পানীটি অচিরেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, যা চলমান ব্যবসায় সমস্যা (going concern problem), নামে পরিচিত তা শেয়ারহোল্ডারগণ এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানতে পারে এবং কোম্পানী সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে।

৫) **তুলনামুলক অবস্থান জানা (understanding the comparative position)ঃ** আর্থিক বিবরণীসমুহ হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতিমালা অনুসারে তৈরী করা হয়েছে, তা নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীগণ জানতে পারে। ফলে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের মধ্যে তুলনা করে নিজের প্রতিষ্ঠানের তুলনামুলক অবস্থান জানতে পারে।

৬) **বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে সহায়তা (assists in investment decision)ঃ** সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ কোন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের পূর্বে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ (audited financial statements) থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিনিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। কারণ, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ থেকে সঠিক এবং নিরপেক্ষ তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়, যার উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব।

৭) **ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্তে সহায়তা (assists in granting loan)ঃ** ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদানের পূর্বে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ যাচাই করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা, আর্থিক অবস্থা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অন্যান্য সঠিক তথ্য পেয়ে থাকে। ফলে, ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

৮) **বাকীতে পণ্য বিক্রয় সিদ্ধান্তে সহায়তা (assists in credit sales decision)ঃ** বিক্রেতাগণ বাকীতে পণ্য বিক্রয় এবং সেবা প্রদান করবে কিনা, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তারা সম্ভাব্য ক্রেতার নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমুহের তথ্য-উপাত্তের উপর নির্ভর করে। কারণ, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ থেকে সঠিক এবং নিরপেক্ষ তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়, যার উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব।

সারসংক্ষেপঃ

নিরীক্ষা প্রতিবেদন হচ্ছে নিরীক্ষক কর্তৃক লিখিত একটি পত্র, যেখানে নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরির ক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে গৃহীত হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং উক্ত বিবরণীসমূহ গুরুতর ভুল হতে মক্ত কিনা, এ বিষয়ে মতামত প্রদান করে।

একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেকগুলো অংশ থাকে। প্রত্যেকটি অংশে ভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশগুলো হলোঃ (১) শিরোনাম, (২) প্রতিবেদনের প্রাপক, (৩) ভুমিকা অনুচ্ছেদ, (৪) আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ, (৫) নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ, (৬) মতামতের ভিত্তি, (৭) মতামত, (৮) প্রতিবেদনের অন্যান্য দায়িত্বসমূহ, (৯) নিরীক্ষকের স্বাক্ষর, (১০) প্রতিবেদনের তারিখ, (১১) নিরীক্ষকের ঠিকানা।

বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ শেয়ারহোল্ডারগণ, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ, পাওনাদারগণ, ব্যাংক, সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা)-এর নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বস্ত দলিল। কারণ, নিরীক্ষা প্রতিবেদন থেকে এর ব্যবহারকারীগণ বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকে। যেমনঃ (১) এটা আর্থিক বিবরণীসমূহের নির্ভুলতা ও নিরপেক্ষতার বিষয়ে প্রত্যয়ণ প্রদান করে, (২) এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার সততা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, (৩) এটা কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক বা সঠিক নয় মর্মে নিশ্চয়তা দেয়, (৪) ইহার মাধ্যমে কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, (৫) এর মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানের তুলনামুলক অবস্থান জানতে পারা যায়, (৬) এটা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত, ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত ও বাকীতে পণ্য বিক্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

পাঠ-৮.২ গুরুত্বতা ধারণা
Concept of Materiality

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরীক্ষায় গুরুত্বতা ধারনার অর্থ জানতে পারবেন।
- গুরুত্বতার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

নিরীক্ষায় গুরুত্বতা ধারনার অর্থ
Meaning of materiality in audit

ইংরেজী material থেকে materiality শব্দটির উৎপত্তি। Material শব্দের কয়েকটি বাংলা অর্থ আছে। যেমনঃ কাচাঁমাল (উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত কাচাঁমাল), বাস্তব, বস্তু প্রাসঙ্গিক (যেমনঃ প্রাসঙ্গিক ঘটনা), গুরুত্বপূর্ণ (যেমনঃ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা)। নিরীক্ষায় এবং হিসাববিজ্ঞানে materiality একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় এবং ইহা বিশেষ অর্থ বহন করে। এক্ষেত্রে materiality বলতে কোন একটি বিষয়ের গুরুত্বতাকে বুঝায়। যেমনঃ গুরুত্বপূর্ণ কোন সংখ্যা (material figure) বা পরিমান (material amount), গুরুত্বপূর্ণ ভুল বা বড় ধরনের ভুল (material error), বা হিসাব সংক্রান্ত গুরুতর বা বড় ধরনের ভুল বিবৃতি বা লেনদেনের বড় ধরনের অমিল বা ভুল-ত্রুটি (material misstatement), যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহে থাকতে পারে।

International Financial Reporting Standards (IFRS) নিম্নোক্তভাবে materiality কে সংজ্ঞায়িত করেছেঃ

"Information is material if omitting, misstating, or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users make on the basis of those financial statements." (আর্থিক বিবরণীসমূহের কোন তথ্যকে তখনই গুরুত্বপূর্ণ বলা হবে, যদি ইহা বাদ পড়ার কারণে বা ভুলভাবে উপস্থাপন করার কারণে কিংবা লুকানোর কারণে যদি উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহের প্রধান ব্যবহারকারীগণের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থাকে।)

নিরীক্ষকগণের নিকট গুরুত্বতার বিষয়টি খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। কারণ, নিরীক্ষকগণ শুধুমাত্র গুরুতর বা বড় ধরনের অমিল বা ভুল-ত্রুটির বিষয়ে নজর দিয়ে থাকেন। যে সকল ভুল-ত্রুটি নিরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুতর নয় (immaterial errors), নিরীক্ষকগণ সেগুলোকে পরিহার করে বা সেগুলোর প্রতি তাদের নজর কম থাকে।

প্রশ্ন হচ্ছে একটি ভুলকে কখন গুরুতর বা গুরুতর নয় (material or immaterial) বলা যাবে? একটি ভুলকে তখনই গুরুতর (material) বলা যাবে, যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত ভুল তথ্য-উপাত্তকে ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করেন। অথবা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রথমে যদি মনে করেন যে, আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক এবং ইহা মনে করে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছেন। কিন্তু পরিবর্তীতে দেখা গেল, উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে বড় ধরনের বা গুরুতর ভুল (material errors) আছে, যা ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পূর্বে জানতে পারলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হতে বিরত থাকতেন। অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীসমূহের ঐ ভুল তথ্য-উপাত্ত যদি ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, তাকে গুরুতর ভুল (material error) বলে। অন্যদিকে, আর্থিক বিবরণীসমূহের ঐ ভুল তথ্য-উপাত্ত যদি ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করে, তা গুরুতর ভুল নয় (immaterial error) বলে বিবেচিত হবে। নিম্নে একটি উদাহরণের সাহায্যে গুরুত্বতার ধারনাটি ব্যাখ্যা করা হল।

একটি কোম্পানীতে দুটি লেনদেন সংঘটিত হয়। একটির আর্থিক মূল্য মাত্র ১০০.০০ টাকা, অন্যটির আর্থিক মূল্য মাত্র ১০,০০,০০০.০০ টাকা। যদি ১০০.০০ টাকার লেনদেনটি আর্থিক বিবরণীতে ভুলভাবে উপস্থাপণ ও প্রকাশ করা হয়, তাহলে ইহার প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যবহারকারীদের উপর খুব বেশী পড়বে না বা ইহার কারণে আর্থিক বিবরণীসমূহ

ব্যবহারকারীরা খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে না; এমনকি যদি কোম্পানিটি ছোটও হয়। অন্যদিকে, যদি ১০,০০,০০০.০০ টাকার লেনদেনটি আর্থিক বিবরণীতে ভুলভাবে উপস্থাপন ও প্রকাশ করা হয়, তাহলে ইহার প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যবহারকারীদের উপর পড়বে বা ইহার কারণে আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যবহারকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রথম লেনদেনটি হিসাববিজ্ঞান এবং নিরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় (immateriel), কিন্তু দ্বিতীয় লেনদেনটি গুরুত্বপূর্ণ (material)।

গুরুত্বতার প্রকারভেদ

Types of materiality

নিরীক্ষা গুরুত্বতা (audit materiality) কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

(১) পরিমানগত গুরুত্বতা (Quantitative materiality)
(২) গুণগত গুরুত্বতা (Qualitative materiality)

(১) **পরিমানগত গুরুত্বতা (Quantitative materiality)ঃ** আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত কোন সংখ্যা (figure) বা পরিমান (amount) বাদ পড়ার কারণে বা ভুলভাবে উপস্থাপন ও প্রকাশ করার কারণে কিংবা লুকানোর কারণে যদি উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহের ব্যবহারকারীগণের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, তখন তাকে পরিমানগত গুরুত্বতা বলে। নিরীক্ষায় কোন গুরুতর বা গুরুত্বপূর্ণ ভুল অথবা অমিল বা জাল-জুয়াচুরি থাকলে পরিমানগত গুরুত্বতার ক্ষেত্রে তা সংখ্যার সীমারেখার (range) মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আর্থিক বিবরণীসমূহের কোন ভুল অথবা অমিল বা জাল-জুয়াচুরিকে নিরীক্ষকগণ গুরুতর বা গুরুত্বপূর্ণ ভুল বা গুরুতর অমিল বা জাল-জুয়াচুরি হিসাবে গণ্য করবেন কিনা, তা নির্ভর করে ভুলের সংখ্যা সীমারেখা (range) বা পরিমানের উপর। নিম্নে আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত কোন সংখ্যায় বা পরিমানে ভুলত্রুটি বা অমিল থাকলে তা নিরীক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুতর (material) কিনা, তার একটি পরিমানগত গাইডলাইন (guideline) প্রদান করা হলো।

ক) কর পূর্ববর্তী মুনাফা (profit befor tax) ৫%। অর্থাৎ কর পূর্ববর্তী মুনাফার পরিমানে যদি ৫% এবং ততোধিক পরিমান ভুল থাকে, তবে তাকে গুরুতর বা গুরুত্বপূর্ণ ভুল (material error) বলা হয়।

খ) মোট মুনাফা (gross profit) $\frac{১}{২}$% - ১%। অর্থাৎ মোট মুনাফার পরিমানে যদি $\frac{১}{২}$% - ১% এবং ততোধিক পরিমান ভুল থাকে, তবে তাকে গুরুতর বা গুরুত্বপূর্ণ ভুল বা material error বলা হয়।

গ) তেমনিভাবে নিম্মোক্ত বিষয়ে পরিমানগত গুরুতর বা গুরুত্বপূর্ণ ভুলের গাইডলাইন নিম্মরূপঃ

আয় (revenue)	$\frac{১}{২}$% - ১%
মোট সম্পদ	১% - ২%
নীট সম্পদ	২% - ৫%
কর পরবর্তী মুনাফা	৫% - ১০%

একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিমানগত গুরুত্বতা বা quantitative materiality কে বুঝানো হলো। ধরুন, কোন একটি নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর মোট সম্পদের পরিমান ৫০,০০,০০০ টাকা। নিরীক্ষক উক্ত কোম্পানীর সম্পদের পরিমানে অমিল বা ভুল খোঁজে পেল, যার পরিমান ৭৫,০০০ টাকা। ইহা মোট সম্পদের ১.৫% (৭৫০০০/৫০,০০০০০), যা ১% - ২% সীমারেখার মধ্যে। সুতরাং, সম্পদের ক্ষেত্রে ইহাকে একটি গুরুতর বা গুরুত্বপূর্ণ ভুল (material error) হিসাবে গণ্য করা হবে।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সীমারেখা (range বা benchmark) শুধুমাত্র একটি গাইডলাইন (guideline)। বিভিন্ন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান (audit firm) এই সীমারেখায় পরিবর্তন আনতে পারে এবং তারা তাদের পেশাদারীত্বমুলক জ্ঞান বা বিবেক (professional judgement) প্রয়োগ করে উপরোক্ত সীমারেখা নির্ধারণ করতে পারে।

(২) **গুণগত গুরুত্বতা (Qualitative materiality)ঃ** আর্থিক বিবরণীসমূহে এমন অনেক ধরনের বিষয় আছে, যেগুলো প্রকৃতিগত বা বৈশিষ্টগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে অর্থ এবং সংখ্যা বা পরিমানের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো নগণ্য হতে পারে। তেমনিভাবে, আর্থিক বিবরণীসমূহে এমন অনেক ধরনের ভুল আছে, যেগুলো প্রকৃতিগত বা বৈশিষ্টগতভাবে খুবই গুরুতর, তবে অর্থ এবং সংখ্যা বা পরিমানের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো নগণ্য হতে পারে। গুণগত গুরুত্বতার দৃষ্টিকোণ থেকে সে সকল ভুলকে গুরুতর ভুল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। নিম্নে কতিপয় ভুল এবং জুয়াচুরির ঘটনা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হলো, যে গুলোর গুণগত গুরুত্বতা আছে।

(ক) সামান্য পরিমান জাল-জুয়াচুরি ঘটনা একটি গুরুতর বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু এটা একটা জাল-জুয়াচুরি (fraud), তাই অর্থের পরিমান যাই হোক না কেন, ইহা একটি গুরুতর বিষয়।

(খ) সামান্য পরিমান চুরি কিংবা ঘুষ একটি গুরুতর বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু এটা ভীষণ অন্যায়, তাই অর্থের পরিমান যাই হোক না কেন, ইহা একটি গুরুতর বিষয়।

(গ) কোন একটি ঘটনা বা লেনদেন যার আর্থিক মূল্য নগণ্য, কিন্তু যদি ইহা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা প্রকাশ পায়, তবে তা একটি গুরুতর বিষয়।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীতে অনেক ভুল আছে। অর্থের মূল্যে প্রত্যেকটি ভুলের পরিমান নগণ্য। কিন্তু সামষ্টিকভাবে এদের প্রভাব অনেক বেশী বা সামষ্টিক মূল্য অনেক বেশী, তাই সেই ভুলগুলো গুরুতর।

সারসংক্ষেপঃ

একটি ভুলকে তখনই গুরুতর (material) বলা যাবে, যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত ভুল তথ্য-উপাত্তকে ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করেন।

নিরীক্ষার গুরুত্বতাকে (audit materiality) দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ (১) পরিমানগত গুরুত্বতা - আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত কোন সংখ্যা (figure) বা পরিমান (amount) বাদ পড়ার কারণে বা ভুলভাবে উপস্থাপন ও প্রকাশ করার কারণে কিংবা লুকানোর কারণে যদি উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহের ব্যবহারকারীগণের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, তখন তাকে পরিমানগত গুরুত্বতা বলে। (২) আর্থিক বিবরণীসমূহে এমন অনেক ধরনের বিষয় আছে, যেগুলো প্রকৃতিগত বা বৈশিষ্টগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে অর্থ এবং সংখ্যা বা পরিমানের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো নগণ্য হতে পারে।

পাঠ-৮.৩ নিরীক্ষকের মতামতে
Auditor's Opinion

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরীক্ষকের মতামতের অর্থ জানতে পারবেন।
- নিরীক্ষকের মতামতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- অপরিবর্তিত নিরীক্ষকের মতামত এবং শর্তযুক্ত নিরীক্ষকের মতামতের পার্থক্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

নিরীক্ষকের মতামতের অর্থ
Meaning of auditor's opinion

নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের উপর নিরীক্ষকের প্রত্যয়ণ (certification) কে নিরীক্ষকের মতামত বলে। অর্থাৎ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের উপর নিরীক্ষক যে মতামত প্রদান করেন, তাকে নিরীক্ষকের মতামত বলে। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রায় ১২টি অংশের বা অনুচ্ছেদের একটি অনুচ্ছেদে নিরীক্ষক আর্থিক বিবরণীসমুহের উপর তার মতামত প্রদান করেন। এটা প্রতিবেদনের প্রধান অংশ, তাই একে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আত্মা (heart of report) বলে। বিভিন্ন প্রকার সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নিরীক্ষক এ মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, আর্থিক বিবরণীসমুহ হিসাববিজ্ঞানের কাঠামো (accounting frameworks) অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে বা হয়নি এবং উক্ত আর্থিক বিবরণীসমুহে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত নির্ভুল ও নিরপেক্ষ অথবা সঠিক নির্ভুল ও নিরপেক্ষ নয়।

Steven Bragg এর মতে, "An auditor's opinion is a formal statement made by an auditor concerning a client's financial statements" (মক্কেল বা নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের বিষয়ে নিরীক্ষক যে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রদান করে, তাকে নিরীক্ষকের মতামত বলে।)

Paul Tracy এর মতে, "An auditor's opinion is a written statement describing an auditor's independent, unbiased and qualified evaluation of the accuracy and completeness of a company's financial statements and practices, as well as an evaluation of a company's compliance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)" (নিরীক্ষকের মতামত হচ্ছে একটি লিখিত বিবৃতি যেখানে একটি কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের সঠিকতা এবং পূর্ণাংজ্ঞতা বিষয়ে একজন নিরীক্ষক স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও পেশাদার মূল্যায়ন করে থাকে; তাছাড়া, উক্ত কোম্পানি সর্বজনীনভাবে গৃহীত হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুসরণ করছে কিনা, সে বিষয়েও মূল্যায়ন করে থাকে।)

নিরীক্ষকের মতামতের প্রকারভেদ
Different types of auditor's opinion

নিরীক্ষকের মতামত মুলতঃ দুই ধরনের। যথাঃ

১) অপরিবর্তিত মতামত (unmodified opinion)
২) পরিবর্তিত মতামত (modified opinion)

(১) **অপরিবর্তিত মতামত (unmodified opinion)ঃ** অপরিবর্তিত মতামতকে পরিচ্ছন্ন (clean) মতামতও বলে। নিরীক্ষক যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (accounting principles) অনুসারে তৈরী করা হয়েছে এবং উক্ত প্রতিবেদনসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত নির্ভুল ও নিরপেক্ষ, তখন তিনি অপরিবর্তিত মতামত প্রদান করেন। সাধারণতঃ নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহে নিম্নোক্ত তিন অবস্থা বজায় থাকলে নিরীক্ষক অপরিবর্তিত মতামত প্রদান করেন।

ক) যদি নিরীক্ষক বিশ্বাস করেন যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক এবং নিরপেক্ষ (true and fair);

খ) যদি নিরীক্ষক বিশ্বাস করেন যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (accounting principles) অনুসারে তৈরী করা হয়েছে; এবং

গ) নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের ব্যাপারে নিরীক্ষকের যদি অন্য কোন মতামত প্রদান করার ইচ্ছা না থাকে।

অপরিবর্তিত মতামতের একটি নমুনা নিম্মে দেয়া হলো।

In our opinion the Group Financial Statements:

• give a true and fair view of the state of the Group's affairs as at 31 December 2015 and of its profit and cash flows for the year then ended;

• have been properly prepared in accordance with the Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), Bangladesh Accounting Standards (BAS); and

• have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 1994, the Bank Companies Act 1991, the rules and regulations issued by the Bangladesh Bank, the Securities and Exchange Rules 1987 and other applicable laws and regulations.

নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের উপর অপরিবর্তিত মতামত প্রদান করবেন, এটা সকল নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরীক্ষক অপরিবর্তিত মতামত প্রদান করে থাকেন। এর মুল কারণ হচ্ছে, নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নিরীক্ষক যখন নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহে ভুল-ত্রুটি খোঁজে পান, তখন তা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে জানিয়ে দেন এবং সে ভুল-ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থপকগণ সে মোতাবেক আর্থিক বিবরণীসমুহ সংশোধন করে থাকেন। ফলে সংশোধন করার পরে আর কোন বড় ধরণের বা গুরুতর ভুল-ত্রুটি (material misstatement) অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু অনেক সময় ব্যবস্থপকগণ বিভিন্ন কারণে ভুল-ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করতে চান না। সেক্ষেত্রে নিরীক্ষক পরিবর্তিত মতামত প্রদান করে থাকেন।

তবে উল্লেখ্য যে, অপরিবর্তিত মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে নিরীক্ষক নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা এবং আর্থিক অবস্থা ভালো কিংবা মন্দ, এই বিষয়ে মতামত প্রদান করেন না।

২) পরিবর্তিত মতামত (modified opinion)ঃ পরিবর্তিত মতামতের আরেক নাম হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন মতামত (unclean opinion)। নিরীক্ষা কর্ম সম্পাদনের পরে নিরীক্ষক যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহ প্রস্তুতে যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের কাঠামো (accounting framework) মানা হয়নি এবং আর্থিক বিবরণীসমুহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত নির্ভুল ও নিরপেক্ষ নয়, তখন তিনি পরিবর্তিত বা অপরিচ্ছন্ন মতামত প্রদান করে থাকেন।

International Standards on Auditing (ISA) 705 অনুসারে অপরিচ্ছন্ন বা পরিবর্তিত মতামত তিন ধরনের। যথাঃ

ক) শর্তযুক্ত মতামত (qualified opinion)

খ) প্রতিকূল বা নেতিবাচক মতামত (adverse opinion)

গ) অস্বীকার মতামত (disclaimer of opinion)

ক) শর্তযুক্ত মতামত (qualified opinion)ঃ নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহে যদি বড় ধরনের ভুলত্রুটি থাকে; অথবা যদি নিরীক্ষক যথেষ্ট পরিমাণ যথাযথ নিরীক্ষা সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন, তখন নিরীক্ষক শর্তযুক্ত মতামত প্রদান করে থাকেন। অতএব, নিম্নোক্ত দুই কারণে নিরীক্ষক শর্তযুক্ত মতামত প্রদান করেঃ

১) **ভুলত্রুটি জনিত কারণে শর্তযুক্ত মতামত (qualified opinion due to misstatements)ঃ** নিরীক্ষক যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (accounting principles) অনুসারে তৈরী করা হয়েছে এবং দুই-একটি বড় ধরনের ভুলত্রুটি (material misstatement) ব্যতিত উক্ত প্রতিবেদনসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত নির্ভুল ও নিরপেক্ষ এবং যদি উক্ত ভুলত্রুটিগুলোর প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক (pervasive) নয় বা উক্ত ভুলত্রুটিগুলো অনেকগুলো হিসাবকে প্রভাবিত করে না, তখন তিনি "ভুলত্রুটি জনিত কারণে শর্তযুক্ত মতামত" প্রদান করে থাকেন। যে সকল ভুলত্রুটি বড় ধরনের বা গুরুতর (material misstatement) বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু এদের প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক নয়, তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল।

উদাহরণ ১ঃ আয় বিবরণীতে (income statement) ৫,০০০.০০ টাকার সমাপনী মজুদ পণ্য (closing inventories) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের ২০% এর সমান। কিন্তু বাস্তবে এই সমাপনী মজুদ পণ্যের কোন অস্তিত্ব নাই।

উদাহরণ ২ঃ বড় অঙ্কের একটি পরিচালনা খরচকে সম্পদ হিসাবে উদ্বৃত্ত পত্রে দেখানো হল। উক্ত পরিচালনা খরচটি নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের ৫% এর সমান।

উদাহরণ ৩ঃ ৫০,০০,০০০.০০ টাকার বিক্রয় আয় বিবরণীতে দেখানো হয়েছে, যা নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয়ের ১০% এর সমান। কিন্তু বাস্তবে এই বিক্রয়ের কোন অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই।

নিম্নে ভুলত্রুটি জনিত কারণে শর্তযুক্ত মতামতের একটি নমুনা দেয়া হলো।

Except for the financial effect of not existing inventories referred to in the preceding paragraph, in our opinion the Group Financial Statements:

- give a true and fair view of the state of the Group's affairs as at 31 December 2015 and of its profit and cash flows for the year then ended;
- have been properly prepared in accordance with the Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), Bangladesh Accounting Standards (BAS); and
- have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 1994, the Bank Companies Act 1991, the rules and regulations issued by the Bangladesh Bank, the Securities and Exchange Rules 1987 and other applicable laws and regulations.

এই মতামতে দেখা যাচ্ছে যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (accounting principles) অনুসারে তৈরী করা হয়েছে এবং সমাপণী মজুদ পণ্যের হিসাব ব্যতিত অন্যান্য সকল হিসাব সঠিক ও নিরপেক্ষ বলে নিরীক্ষক বিশ্বাস করেন। তাই মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে Except for শব্দমালা ব্যবহার করা হয়েছে।

২) **অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ জনিত শর্তযুক্ত মতামত (qualified opinion due to insufficient evidence)ঃ** নিরীক্ষক যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (accounting principles) অনুসারে তৈরী করা হয়েছে এবং দুই-একটি লেনদেনের সাক্ষ্যপ্রমাণের অপর্যাপ্ততা ব্যতিত উক্ত প্রতিবেদনসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত নির্ভুল ও নিরপেক্ষ, তবে যে সকল লেনদেনের বিপরীতে পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি, সেগুলোর প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক (pervasive) নয় বা সেগুলো অনেকগুলো হিসাবকে প্রভাবিত করে না, তখন তিনি "অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ জনিত শর্তযুক্ত মতামত" প্রদান করে থাকেন।

লেনদেন সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি বলতে নিম্নরূপ বুঝায়ঃ

- নিরীক্ষক লেনদেন সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন; কিংবা

- নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষকের চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

যে সকল লেনদেনের বিপরীতে পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু এদের প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক নয়, তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল।

উদাহরণ ১ঃ নিরীক্ষক মজুদ পণ্য সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, নিরীক্ষককে আর্থিক বৎসর শেষ হয়ে যাওয়ার পরে নিয়োগ দেয়ার কারণে তিনি বছর শেষে সম্পাদিত মজুদ পণ্যের গণনায় উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয়েছেন।

উদাহরণ ২ঃ নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যক নগদ লেনদেন (cash transactions) হয়েছে। কিন্তু কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনের স্বপক্ষ্য পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষকের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

উপরোক্ত লেনদেনসমূহে ভুল-ত্রুটি আছে, সে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না। কারণ, ভুল-ত্রুটির স্বপক্ষেও পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকতে হবে। নিম্নে "ভুলত্রুটি জনিত কারণে শর্তযুক্ত মতামত" এর একটি নমুনা দেয়া হলোঃ

Except for the financial effects of inventories, as might have been determined to be necessary had we been able to satisfy ourselves as to physical stock quantities, in our opinion the Group Financial Statements:

• give a true and fair view of the state of the Group's affairs as at 31 December 2015 and of its profit and cash flows for the year then ended;

• have been properly prepared in accordance with the Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), Bangladesh Accounting Standards (BAS); and

• have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 1994, the Bank Companies Act 1991, the rules and regulations issued by the Bangladesh Bank, the Securities and Exchange Rules 1987 and other applicable laws and regulations.

এ মতামতে দেখা যাচ্ছে যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (accounting principles) অনুসারে তৈরী করা হয়েছে এবং সমাপণী মজুদ পণ্যের হিসাব ব্যতিত, যার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ নাই, অন্যান্য সকল হিসাব সঠিক ও নিরপেক্ষ বলে নিরীক্ষক বিশ্বাস করেন। তাই মতামত প্রদানের ক্ষেত্রেও Except for শব্দমালা ব্যবহার করা হয়েছে।

খ) **প্রতিকুল বা নেতিবাচক মতামত (adverse opinion)ঃ** নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন শেষে নিরীক্ষক যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (accounting principles) অনুসারে তৈরী করা হয়নি এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহে গুরুতর বা বড় ধরনের ভুল-ত্রুটি (material misstatement) আছে, যেগুলোর প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক বা উক্ত ভুলত্রুটিগুলো অনেকগুলো হিসাবকে প্রভাবিত করে, তখন তিনি "প্রতিকুল নেতিবাচক মতামত" প্রদান করে থাকেন।

এ মতামত প্রদানের মাধ্যমে নিরীক্ষক নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহের ব্যবহারকারীগণকে এই বার্তা দেন যে, উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর ভিত্তি করে কোন প্রকার আর্থিক সিদ্ধান্ত (financial decision) নেয়া উচিৎ হবে না। এই মতামত "ভুল-ত্রুটি জনিত কারণে শর্তযুক্ত মতামত" এবং "অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ জনিত কারণে শর্তযুক্ত মতামত" থেকে অধিকতর গুরুতর (serious)। কেননা, অন্য দুটি মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত কোন একটি লেনদেন বড় ধরনের বা গুরুতর ভুল (material misstatement) অথবা লেনদেনের বিপরীতে যথেষ্ট পরিমান

সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুপস্থিত ছিল বলে নিরীক্ষক নিশ্চিত হয়ে থাকেন। কিন্তু সেগুলোর ব্যাপকতা (pervasiveness) বা প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক ছিল না। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে নিরীক্ষক প্রতিকুল মতামত প্রদান করে থাকেনঃ

১) যদি নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (accounting principles) অনুসারে তৈরী করা না হয়;
২) যদি আর্থিক বিবরণীসমূহে বড় ধরনের বা গুরুতর ভুল-ত্রুটি (material misstatement) থাকে; এবং
৩) যদি সেই ভুল-ত্রুটিগুলোর প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক বা ভুলত্রুটিগুলো অনেকগুলো হিসাবকে প্রভাবিত করে থাকে।

যে সকল ভুল-ত্রুটি বড় ধরনের বা গুরুতর (material) বলে বিবেচিত হয় এবং এদের প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক, তার একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল।

উদাহরণ ঃ নিরীক্ষক বিশ্বাস করেন যে, নিরীক্ষাধীন কোম্পানিটি অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখোমুখি এবং কোম্পানিটি আগামী এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যা চলমান ব্যবসায় সমস্যা (going concern problem) নামে পরিচিত। কোম্পানিটি তার সকল আর্থিক বিবরণী দেউলিয়া পদ্ধতি (liquidation basis)-এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত না করে ঐতিহাসিক ক্রয় পদ্ধতি (historical cost)-এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করে। এটা হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে সকল আর্থিক বিবরণী দেউলিয়া পদ্ধতি (liquidation basis)-এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করার জন্য অনুরোধ করলেও ব্যবস্থাপনা তা করতে অস্বীকার করে। যেহেতু ভুল নীতিমালার উপর ভিত্তি করে আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরী করা হয়েছে, সেহেতু এই ভুলটি বড় ধরনের বা গুরুতর (material) বলে বিবেচিত হয়, এবং ইহার ফলে প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ হিসাব ভুল বা এই ভুলের প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে অনেক বেশী। তাই নিরীক্ষক এক্ষেত্রে "প্রতিকুল নেতিবাচক মতামত" প্রদান করে থাকেন।

নিম্নে প্রতিকুল বা নেতিবাচক মতামতের একটি নমুনা দেয়া হলোঃ

In view of the effect of the failure to provide for the losses referred to above, in our opinion the Group Financial Statements:

- do not give a true and fair view of the state of the Group's affairs as at 31 December 2015 and of its profit and cash flows for the year then ended;
- have not been properly prepared in accordance with the Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), Bangladesh Accounting Standards (BAS); and
- in all other respects, in our opinion the financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 1994, the Bank Companies Act 1991, the rules and regulations issued by the Bangladesh Bank, the Securities and Exchange Rules 1987 and other applicable laws and regulations.

গ) **অস্বীকার মতামত (disclaimer of opinion)ঃ** নিরীক্ষক যখন নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের লেনদেন সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন; কিংবা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষকের চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন, এবং অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক (pervasive) বা অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে অধিকাংশ হিসাব নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি, তখন তিনি নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের উপর মতামত প্রদান করতে অস্বীকার করেন। একেই "অস্বীকার মতামত" বা disclaimer of opinion বলে।

যে সকল লেনদেনের বিপরীতে পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু এদের প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক, তার একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল।

উদাহরণঃ নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর আয় বিবরণীতে সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমান উল্লেখ ছিল ৫০,০০,০০০.০০ টাকা। নিরীক্ষকগণ গুদামে গিয়ে সশরীরে (phsically) উক্ত সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমান যাচাই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু

ব্যবস্থপনার পক্ষ থেকে যথাযথ সহযোগীতা না পাওয়ায় তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মজুদ পণ্য কোন পদ্ধতিতে মুল্যায়ন করা হয়েছে তার স্বপক্ষ্যে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ বা দালিলাদি কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। মজুদ পণ্য ছাড়াও ব্যবস্থপনার অসহযোগিতার কারণে নিরীক্ষক আরো অনেক হিসাব সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ বা দালিলাদি সংগ্রহ করতে পারেননি। এই অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক বলে নিরীক্ষকগণ বিশ্বাস করেন। ফলে নিরীক্ষকগণ মজুদ পন্য সংক্রান্ত কোন বিষয় যাচাই করতে পারেননি বিধায় তারা মতামত দিতে অস্বীকৃতি জানান।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এ ক্ষেত্রে নিরীক্ষক এই মর্মে মতামত প্রদান করেন না যে, আর্থিক বিবরণীসমুহে বড় ধরণের বা গুরুতর ভুল আছে। কারণ, এর স্বপক্ষ্যে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। বরং পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে নিরীক্ষক মতামত দিতে অস্বীকার করেন এবং এ মর্মে তিনি একটি বাক্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন। নিম্নে "অস্বীকার মতামত" বা disclaimer opinion এর একটি নমুনা দেয়া হলোঃ

Because of the possible effect of the limitation in evidence available to us, we are unable to form an opinion as to whether the financial statements:

- give a true and fair view of the state of the Group's affairs as at 31 December 2015 and of its profit and cash flows for the year then ended;
- have been properly prepared in accordance with the Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), Bangladesh Accounting Standards (BAS); and
- have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 1994, the Bank Companies Act 1991, the rules and regulations issued by the Bangladesh Bank, the Securities and Exchange Rules 1987 and other applicable laws and regulations.

এ অস্বীকার মতামতটি "অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ জনিত শর্তযুক্ত মতামত" হতে ভিন্ন। যখন লেনদেনের বিপরীতে পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক (pervasive) নয়, তখন তিনি "অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ জনিত শর্তযুক্ত মতামত" প্রদান করে থাকেন। পক্ষান্তরে, যখন লেনদেনের বিপরীতে পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক (pervasive), তখন তিনি "অস্বীকার মতামত" প্রদান করে থাকেন।

অপরিবর্তিত নিরীক্ষকের মতামত এবং শর্তযুক্ত নিরীক্ষকের মতামতের পার্থক্যসমূহ

Differences between unmodified auditor's opinion and modified auditor's opinion

পার্থক্যের বিষয়সমূহ	অপরিবর্তিত নিরীক্ষকের মতমত	শর্তযুক্ত নিরীক্ষকের মতামত
গুরুতর ভুল ও পরিব্যাপকতা	অপরিবর্তিত নিরীক্ষকের মতামত তখনই দেওয়া হয়, যখন নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ গুরুতর ভুল হতে মুক্ত থাকে এবং উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের মানদন্ড অনুযায়ী তৈরী করা হয়ে থাকে।	শর্তযুক্ত মতামত তখনই দেয়া হয়, যখন নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের মানদন্ড অনুযায়ী তৈরী করা হয়ে থাকে, কিন্তু উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে গুরুতর ভুল থাকে, তবে সে সকল ভুলের প্রভাব বা পরিব্যাপকতা (pervasiveness) আর্থিক বিবরণীতে কম।
মতামতের ভিত্তি	নিরীক্ষক পর্যাপ্ত পরিমান যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে অপরিবর্তিত মতামত প্রদান করেন।	নিরীক্ষক কতিপয় লেনদেন এবং উদ্বৃত্তের পর্যাপ্ত ও যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়ায় এবং গুরুতর ভুলের স্বপক্ষে পর্যাপ্ত ও যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে শর্তযুক্ত মতামত প্রদান

পার্থক্যের বিষয়সমূহ	অপরিবর্তিত নিরীক্ষকের মতমত	শর্তযুক্ত নিরীক্ষকের মতামত
		করেন।
মতামত প্রদানে ব্যবহৃত বাক্যের ধরন	অপরিবর্তিত নিরীক্ষকের মতামতের ক্ষেত্রে নিরীক্ষক সাধারণত নিম্নরূপ বাক্য ব্যবহার করে থাকেনঃ In our opinion, the financial statements give true and fair view of transactions.	এ ক্ষেত্রে নিরীক্ষক নিম্নরূপ মতামত প্রদান করে থাকেনঃ In our opinion, except for (some specific information), the financial statements give true and fair view of transactions.
আস্থা	অপরিবর্তিত নিরীক্ষকের মতামতের উপর শেয়ারহোল্ডার এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীগণ আস্থা রেখে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত (financial decision) গ্রহণ করতে পারেন।	শর্তযুক্ত নিরীক্ষকের মতামতের ক্ষেত্রে যে বিষয়ে বা লেনদেনের নিরীক্ষকের আপত্তি থাকে, সেটা ব্যতিত অন্যান্য সকল বিষয়ের উপর আস্থা রেখে শেয়ারহোল্ডার এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীগণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

সারসংক্ষেপঃ

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের উপর নিরীক্ষক যে মতামত প্রদান করেন, তাকে নিরীক্ষকের মতামত বলে।

নিরীক্ষকের মতামত মুলতঃ দুই ধরনের। যথাঃ (১) অপরিবর্তিত মতামত - নিরীক্ষক যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (accounting principles) অনুসারে তৈরী করা হয়েছে এবং উক্ত প্রতিবেদনসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত নির্ভুল ও নিরপেক্ষ, তখন তিনি অপরিবর্তিত মতামত প্রদান করেন। (২) পরিবর্তিত মতামত - নিরীক্ষা কর্ম সম্পাদনের পরে নিরীক্ষক যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহ প্রস্তুতে যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের কাঠামো (accounting framework) মানা হয়নি এবং আর্থিক বিবরণীসমুহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত নির্ভুল ও নিরপেক্ষ নয়, তখন তিনি পরিবর্তিত বা অপরিচ্ছন্ন মতামত প্রদান করে থাকেন।

পরিবর্তিত মতামত আবার তিন ধরনের। যথাঃ (১) শর্তযুক্ত মতামত - নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহে যদি বড় ধরনের ভুলত্রুটি থাকে; অথবা যদি নিরীক্ষক যথেষ্ট পরিমাণ যথাযথ নিরীক্ষা সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়, তখন নিরীক্ষক শর্তযুক্ত মতামত প্রদান করে থাকেন। (২) প্রতিকুল বা নেতিবাচক মতামত - নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন শেষে নিরীক্ষক যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (accounting principles) অনুসারে তৈরী করা হয় নাই এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহে গুরুতর বা বড় ধরনের ভুল-ত্রুটি (material misstatement) আছে, যেগুলোর প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক বা উক্ত ভুল-ত্রুটিগুলো অনেকগুলো হিসাবকে প্রভাবিত করে, তখন তিনি "প্রতিকুল নেতিবাচক মতামত" প্রদান করে থাকেন। (৩) অস্বীকার মতামত - নিরীক্ষক যখন নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের লেনদেন সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন; কিংবা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষকের চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্যপ্রমাণ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়, এবং অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রভাব বা সম্ভাব্য প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে ব্যাপক (pervasive) বা অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে অধিকাংশ হিসাব নিরীক্ষা করা সম্ভব হয় না, তখন তিনি নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহের উপর মতামত প্রদান করতে অস্বীকার করেন। ইহাকেই "অস্বীকার মতামত" বা disclaimer of opinion বলে।

পাঠ-৮.৪ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ অনুচ্ছেদ
Emphasis of Matter Paragraph

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ অনুচ্ছেদ-এর অর্থ জানতে পারবেন।
- বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- অন্যান্য বিষয় অনুচ্ছেদ-এর অর্থ জানতে পারবেন।
- কখন ''অন্যান্য বিষয়'' অনুচ্ছেদের প্রয়োজন হয়, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

''বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ'' অনুচ্ছেদ-এর অর্থ
Meaning of emphasis of matter paragraph

অপরিবর্তিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন (unmodified audit report)-এর ক্ষেত্রে কখনো কখনো নিরীক্ষক একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ (paragraph) সংযুক্ত করে থাকেন, যাকে "বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" অনুচ্ছেদ বলে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন এক বা একাধিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শেয়ারহোল্ডার এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অন্যান্য ব্যবহারকারীগণের দৃষ্টি আকর্ষন ও সতর্ক করা। এখানে এমন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন ও সতর্ক করা হয়, যা ইতিমধ্যে অপরিবর্তিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে যথাযথভাবে উল্লেখ ও প্রকাশ করা হয়েছে।

"বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" অনুচ্ছেদকে **International Standards on Auditing** নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেঃ

"A paragraph included in the auditor's report that refers to a matter appropriately presented and disclosed in the financial statement that, in the auditor's judgement, is of such importance that it is fundamental to users' understanding of the financial statements" ("বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" অনুচ্ছেদ বলতে আর্থিক বিবরণীসমূহে যথাযথভাবে উপস্থাপন ও প্রকাশ করা হয়েছে এমন ঘটনা সম্বলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি অনুচ্ছেদকে বুঝায়, যা নিরীক্ষকের বিবচনায় আর্থিক বিবরণীসমূহের ব্যবহারকারীগণের উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জানা বা বুঝা অত্যাবশ্যক।)

উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, নিম্মোক্ত বিষয়গুলো (matters) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে "বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" অনুচ্ছেদে প্রকাশ করা হয়।

১) নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান কোন বিষয়ে মামলা মোকাদ্দমায় জড়িত। মামলার ভবিষ্যৎ ফলাফল এখনো অনিশ্চিত। তবে মামলায় হেরে গেলে প্রতিষ্ঠান বড় ধরনের ক্ষতিতে পতিত হবে, তা নিশ্চিত।

২) নতুন কোন হিসাববিজ্ঞানের মানদন্ড (accounting standards) যা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যবহার বা প্রয়োগ করার পূর্বেই বা কার্যকর তারিখের পূর্বেই নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করেছে এবং এর প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর ব্যাপক।

৩) বড় কোন দুর্ঘটনা যা ইতিপূর্বে ঘটেছে বা এখনো চলমান, যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করেছে।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি ঘটনা আর্থিক বিবরণীসমূহে যথাযথভাবে উপস্থাপন ও প্রকাশ করা হয়েছে। তারপরেও নিরীক্ষক শেয়ারহোল্ডার এবং আর্থিক বিবরণীর অন্যান্য ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষন ও সতর্কতার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলো আলাদা একটি অনুচ্ছেদে প্রকাশ করে থাকেন, যাতে করে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে। নিম্নে "বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" অনুচ্ছেদের একটি নমুনা দেয়া হলোঃ

Emphasis of Matter – Changes of policy

As discussed in Note X to the financial statements, the Company has elected to change its policy for determining cash equivalents in 2017. Our opinion is not modified with respect to that matter.

''বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ'' অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

Contents of emphasis of matter paragraph

নিম্মোক্ত বিষয়সমূহ "বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা নিম্মোক্ত ক্ষেত্রে "বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" অনুচ্ছেদের প্রয়োজন হয়।

১) যদি নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান কোন বিষয়ে মামলা মোকাদ্দমায় জড়িত থাকে। মামলার ভবিষ্যৎ ফলাফল এখনো অনিশ্চিত। তবে মামলায় হেরে গেলে প্রতিষ্ঠান বড় ধরনের ক্ষতিতে পতিত হবে, তা নিশ্চিত।

২) নতুন কোন হিসাববিজ্ঞানের মানদন্ড (accounting standard) যা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যবহার বা প্রয়োগ করার পূর্বেই বা কার্যকর তারিখের পূর্বেই নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করেছে এবং ইহার প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর ব্যাপক।

৩) বড় কোন দুর্ঘটনা যা ইতিপূর্বে ঘটেছে বা এখনো চলমান, যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করেছে।

৪) যখন নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী পরবর্তী কোন ঘটনা (subsequent event) উদ্‌ঘাটন পূর্বক সংশোধিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

৫) কোন লেনদেনের accounting estimate কে ঘিরে কোন অনিশ্চয়তা দেখা দিলে।

৬) প্রতিষ্ঠানের আয়ুষ্কাল বা নিরবিচ্ছিন্নতা, যা চলমান ব্যবসায় সমস্যা (going concern problem) নামে পরিচিত, নিয়ে কোন প্রকার অনিশ্চয়তা দেখা দিলে।

৭) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যদি দুটি পৃথক আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামো (financial reporting frameworks) এর অধীনে প্রস্তুত করা হয়।

৮) বিগত বছরের আর্থিক বিবরণীসমুহে যদি গুরুতর কোন ভুল (material misstatement) ধরা পড়ে এবং সেগুলো যদি সংশোধন করা হয়, কিন্তু সংশোধিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন যদি শেয়ারহোল্ডারদেরকে বিতরণ করা না হয়।

৯) যদি আর্থিক বিবরণীসমুহ বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরী কাঠামো (special purpose framework) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়।

''অন্যান্য বিষয়'' অনুচ্ছেদ-এর অর্থ

Meaning of other matter paragraph

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদ (other matter paragraph) নামক একটি অনুচ্ছেদ নিরীক্ষক অর্ন্তভুক্ত করেন। এই অনুচ্ছেদটি তখনই নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়, যখন নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের কোন বিষয়াবলী (matters) এর আর্থিক বিবরণীসমূহে অর্ন্তভুক্ত ও প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু নিরীক্ষক যদি তার বিচার বিবেচনা দিয়ে অনুভব করেন যে, উক্ত বিষয়গুলো শেয়ারহোল্ডার এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অন্যান্য ব্যবহারকারীগণকে জানানো প্রয়োজন।

International Standards on Auditing (ISA) "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদকে নিম্মোক্ত ভাবে সংজ্ঞায়িত করছেঃ

"A paragraph included in the auditor's report that refers to a matter other than those presented or disclosed in the financial statements that, in the auditor's judgement, is relevant to users' understanding of the audit, the auditors' responsibilities or auditor's report" ("অন্যান্য

বিষয়" অনুচ্ছেদ বলতে আর্থিক বিবরণীসমূহে উপস্থাপন ও প্রকাশ করা হয়নি এমন ঘটনা, যেমনঃ নিরীক্ষা, নিরীক্ষকের দায়িত্ব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সম্বলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি অনুচ্ছেদকে বুঝায়; যা নিরীক্ষকের বিবেচনায় প্রতিবেদন ব্যবহারকারীগণদের জানা বা বুঝা প্রয়োজন।)

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদ সম্পর্কে নিম্মোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহে প্রকাশ ও উপস্থাপন করা হয়নি, এমন বিষয়গুলো এই অনুচ্ছেদে অর্ন্তভুক্ত করা হয়।
২) কোন্ বিষয়গুলো এই অনুচ্ছেদে অর্ন্তভুক্ত হবে, তা নিরীক্ষকের বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করে।
৩) নিরীক্ষা প্রতিবেদন ব্যবহারকারীদের বুঝার স্বার্থে নিম্মোক্ত বিষয়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদে অর্ন্তভুক্ত করা হয়।
   ক) নিরীক্ষা (audit)
   খ) নিরীক্ষকের দায়িত্বসমুহ (responsibilities of auditors)
   গ) নিরীক্ষকের প্রতিবেদন (auditor's opinion)

নিম্নে "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদের একটি নমুনা দেয়া হলোঃ

Other Matter - Impairment loss

In our report dated April 18, 2019, we expressed a qualified opinion since the Company's main office had a material unrecognized impairment loss. As noted in Note 12, the Company has now recognized the impairment in conformity with accounting principles generally accepted in Bangladesh. Accordingly, our present opinion on the restated 2018 financial statements, as presented herein, is different from that expressed in our previous report.

উল্লেখ্য যে, "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদ (other matter paragraph) এবং ''বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ'' অনুচ্ছেদ (emphasis of matter paragraph) এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদে সেই বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত করা হয়, যেগুলো আর্থিক বিবরণীসমুহে উপস্থাপন ও প্রকাশ করা হয়নি। পক্ষান্তরে, ''বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ'' অনুচ্ছেদে সেই সকল বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হয়, যেগুলো আর্থিক বিবরণীসমুহে যথাযথভাবে উপস্থাপন ও প্রকাশ করা হয়েছে। "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদটি নিরীক্ষকের মতামতের ঠিক পরেই নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অর্ন্তভুক্ত করা হয়। আবার যে ক্ষেত্রে "বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" অনুচ্ছেদ থাকে, সে ক্ষেত্রে ইহার পরে "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদটি অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

কখন "অন্যান্য বিষ" অনুচ্ছেদের প্রয়োজন হয়

Circumstances in which an other matter paragraph is necessary

International Standards on Auditing (ISA) অনুসারে নিম্মোক্ত ক্ষেত্রে "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন।

১) যে ক্ষেত্রে নিরীক্ষক সঙ্গত কারণে পদত্যাগ করতে অক্ষম, সে ক্ষেত্রে উক্ত অক্ষমতার বিষয়টি এই অনুচ্ছেদে প্রকাশ করা হয়।
২) যে ক্ষেত্রে স্থানীয় আইন অথবা প্রথা (local law or customs) নিরীক্ষককে তার দায়িত্বসমূহ বিস্তারিতভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করার অনুমোদন দেয়, সে ক্ষেত্রে তার দায়িত্বসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার জন্য এ অনুচ্ছেদটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন।
৩) নিরীক্ষা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বিস্তারিত বিষয় উল্লেখ করার জন্য এ অনুচ্ছেদটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন।

৪) পরিচালকবৃন্দ ও চেয়ারম্যান-এর প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে আর্থিক ধারনা দেয়া হয়েছে, তা যদি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহে প্রকাশিত তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, সে বিষয়টি এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৫) মোদ্দাকথা হচ্ছে, যে সকল বিষয় (matter) আর্থিক বিবরণীসমুহের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, কিন্তু নিরীক্ষকের বিবেচনায় সে সকল বিষয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন অথবা দেশীয় আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে নিরীক্ষক তা উল্লেখ করতে বাধ্য, সে সকল বিষয় "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদে অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

সারসংক্ষেপঃ

"বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" অনুচ্ছেদ বলতে আর্থিক বিবরণীসমূহে যথাযথভাবে উপস্থাপন ও প্রকাশ করা হয়েছে এমন ঘটনা সম্বলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি অনুচ্ছেদকে বুঝায়; যা নিরীক্ষকের বিবচনায় আর্থিক বিবরণীসমূহের ব্যবহারকারীগণের উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জানা বা বুঝা অত্যাবশ্যক।

"অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদ বলতে আর্থিক বিবরণীসমূহে উপস্থাপন ও প্রকাশ করা হয়নি এমন ঘটনা (যেমনঃ নিরীক্ষা, নিরীক্ষকের দায়িত্ব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন) সম্বলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি অনুচ্ছেদকে বুঝায়, যা নিরীক্ষকের বিবেচনায় প্রতিবেদন ব্যবহারকারীগণদের জানা বা বুঝা প্রয়োজন, যা নিরীক্ষকের বিবেচনায় প্রতিবেদন ব্যবহারকারীগণদের জানা বুঝা প্রয়োজন।

পাঠ-৮.৫ চলমান ব্যবসায় অনুমান এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন
Going Concern Assumption and Audit Report

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চলমান ব্যবসায় অনুমান-এর অর্থ জানতে পারবেন।
- চলমান ব্যবসায় সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- চলমান ব্যবসায় সমস্যার সূচক বা নির্দেশকসমূহ সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।
- নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চলমান ব্যবসায় অনুমান-এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

চলমান ব্যবসায় অনুমান এর অর্থ
Meaning of going concern assumption

"চলমান ব্যবসায়" অনুমান হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম একটি মৌলিক অনুমান। এই অনুমান এর মুল কথা হচ্ছে, একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুদুর ভবিষ্যৎ (forseeable future) পর্যন্ত তার ব্যবসায় পরিচালনা করার সক্ষমতা রাখে। সুদুর ভবিষ্যৎ বলতে হিসাববিজ্ঞানের ভাষায় একটি প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষে আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরীর তারিখ থেকে পরবর্তী ১২ (বার) মাস পর্যন্ত ইহার ব্যবসায় কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতাকে বুঝায়। অন্যথায়, যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে ইহার ব্যবসায় কর্যক্রম বন্ধ বা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়; তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের "চলমান ব্যবসায়" সমস্যা (going concern problem) আছে বলে প্রতিয়মান হয়।

Will Kenton এর মতে, "Going concern is an accounting term for a company that is financially stable enough to meet its obligations and continue its business for the foreseeable future" (চলমান ব্যবসায় ধারণা হচ্ছে হিসাববিজ্ঞানের একটি শব্দ বা পরিভাষা, যা দ্বারা একটি কোম্পানি ইহার দায়সমুহ পরিশোধ করার অর্থনৈতিক সক্ষমতা রাখে এবং ইহার ব্যবসায় কার্যক্রম সুদুর ভবিষ্যৎ (foreseeable future) পর্যন্ত চালিয়ে নিতে সক্ষম এমন পরিস্থিতিকে বুঝায়।)

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব সময়কাল (accounting period) হচ্ছে ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর। প্রতিষ্ঠানটি ইহার আর্থিক বিবরণীসমূহ ৩১ ডিসেম্বরে তৈরী করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি যদি পরবর্তী হিসাব সময়কালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তার ব্যবসায় কর্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা রাখে এবং ইহার দায়সমুহ পরিশোধ করার অর্থনৈতিক সক্ষমতা রাখে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট পরিমানে নগদ টাকা ও অন্যান্য সম্পদ আছে, যা দিয়ে আগামী ১২ মাস ব্যবসায় কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার এবং দায়সমুহ পরিশোধ করার সক্ষমতা রাখে, তবে সে প্রতিষ্ঠান অচিরেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম বা অস্তিত্ব সংকটে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অর্থাৎ সে প্রতিষ্ঠানের "চলমান ব্যবসায়" সমস্যা (going concern problem) নেই মনে করা হয়। আর যদি প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট পরিমানে নগদ টাকা ও অন্যান্য সম্পদ না থাকে, যা দিয়ে আগামী ১২ মাস ব্যবসায় কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার এবং দায়সমুহ পরিশোধ করার সক্ষমতা না থাকে, তবে সে প্রতিষ্ঠানের "চলমান ব্যবসায়" সমস্যা (going concern problem) আছে বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ উক্ত প্রতিষ্ঠান অচিরেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা অস্তিত্ব সংকটে পতিত হতে পারে।

"চলমান ব্যবসায়" সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষকের দায়িত্বসমুহ
Responsibilities of management and auditor as regards going concern problem

"চলমান ব্যবসায়" সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষকের দায়িত্বসমুহ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমুহ (responsibilities of management)ঃ একটি প্রতিষ্ঠানের "চলমান ব্যবসায়"-এর ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ International Accounting Standards (IAS) 1 অনুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা (management)-এর দায়িত্ব হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটি সর্বশেষ হিসাব বৎসর থেকে পরবর্তী ১২ মাস পর্যন্ত ব্যবসায় পরিচলানা করতে পারবে কিনা বা ব্যবসায় চলমান থাকবে কিনা তা নির্ণয় করা। এক্ষেত্রে

সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকগণ বিভিন্ন ধরণের নির্দেশক বা সূচক (indicators) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সুদূর ভবিষ্যৎ (১২ মাস) পর্যন্ত চালিয়ে নেয়া যাবে কিনা, তা জানতে পারবেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের আর্থিক ও অনার্থিক সূচক ব্যবহার করে থাকেন। আর্থিক সূচকের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আয়, সুদ পরিশোধের যোগ্যতা, নীট সম্পদ, ইত্যাদি। আবার অনার্থিক সূচকের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, প্রধান ক্রেতা (key buyer), দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক, ইত্যাদি।

ব্যবস্থপনার দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, যদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "চলমান ব্যবসায়" এর ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যা না থাকে বা প্রতিষ্ঠানটি আগামী ১২ মাস পর্যন্ত ব্যবসায় চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা রাখে, তবে স্বাভাবিক হিসাববিজ্ঞানের মানদন্ডসমূহ (accounting standards) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহ প্রস্তুত করা। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি আগামী ১২ মাস ব্যবসায় পরিচালনা করতে সক্ষম নয়; তবে স্বাভাবিক হিসাববিজ্ঞানের মানদন্ডসমূহ (accounting standards) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরী না করে ব্যবস্থপনাকে বিকল্প পদ্ধতিতে সেগুলো প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিকল্প পদ্ধতি হচ্ছে break-up/liquidation পদ্ধতি। অর্থাৎ break-up/liquidation পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পত্তি ও দায়-দেনার মুল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং সেগুলো যথাযথভাবে আর্থিক বিবরণীসমূহে উপস্থাপন ও প্রকাশ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে "চলমান ব্যবসায়" সমস্যা (going concern problem) সংক্রান্ত সকল তথ্য-উপাত্ত আর্থিক বিবরণীসমূহের সংযুক্তিতে (notes to financial statements) প্রকাশ করতে হবে, যাতে করে শেয়ারহোল্ডারগণ এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের অন্যান্য ব্যবহারকারীগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে পারে।

নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ (auditor's responsibilities)ঃ নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের "চলমান ব্যবসায়" আছে কিনা বা উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আগামী ১২ মাস তার ব্যবসায় পরিচালনা করতে সক্ষম কিনা তা নির্ধারণ করা নিরীক্ষকের কাজ নয়। বরং তা উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। International Standards on Auditing 570 অনুসারে "চলমান ব্যবসায়" সমস্যার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে নিম্নরূপঃ

ক) নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যদি এ উপসংহারে উপনীত হন যে, তাদের প্রতিষ্ঠানে চলমান ব্যবসায় সমস্যা নেই, তাহলে নিরীক্ষক এর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত এবং যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে তার সত্যতা যাচাই পূর্বক মতামত প্রদান করবেন।

খ) ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যদি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাদের প্রতিষ্ঠান "চলমান ব্যবসায়" সমস্যায় নিমজ্জিত, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি আগামী ১২ মাস পরিচালনা করতে অক্ষম মনে করে, সে ক্ষেত্রেও নিরীক্ষক এর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত এবং যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে তার সত্যতা যাচাই পূর্বক মতামত প্রদান করবেন।

গ) যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান "চলমান ব্যবসায়" সমস্যায় নিমজ্জিত, সে ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিবরণীসমুহ (financial statements) নীতিমালার ভিত্তিতে প্রস্তুত করেছেন কিনা এবং "চলমান ব্যবসায়" সমস্যা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত পরিমান যথাযথ তথ্য-উপাত্ত আর্থিক বিবরণীসমুহে প্রকাশ করেছেন কিনা, নিরীক্ষক তা যাচাই করবেন।

ঘ) "চলমান ব্যবসায়" সমস্যা বিষয়ে নিরীক্ষক ''বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ'' (emphasis of matter) অনুচ্ছেদ (paragraph)-এ তার মতামত প্রদান করবেন।

"চলমান ব্যবসায়" সমস্যার সূচক বা নির্দেশকসমূহ

Indicators of going concern problem

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন ধরনের সূচক বা নির্দেশক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাদের প্রতিষ্ঠান "চলমান ব্যবসায়" সমস্যায় নিমজ্জিত কিনা। তেমনিভাবে, একই ধরনের সূচক বা নির্দেশক পর্যালোচনা করে নিরীক্ষক ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত যাচাই করবেন। সাধারণতঃ যে সকল সূচক বা নির্দেশকের সাহায্যে একটি প্রতিষ্ঠানের "চলমান ব্যবসায়" সমস্যা নির্ধারণ করা হয়, তা নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১) যদি প্রতিষ্ঠানের আয় বিগত কয়েক বৎসর ব্যাপক হারে কমে যায়, যার অর্থ হচ্ছে ব্যবসায় ভালো যাচ্ছে না। ইহার ফলে প্রতিষ্ঠান অচিরেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমনঃ দেশের বিরাজমান মন্দ অর্থনৈতিক অবস্থা, বাজারে প্রচুর প্রতিযোগী বৃদ্ধি, ইত্যাদি।

২) যদি প্রতিষ্ঠানের প্রচুর পরিমাণ দেনা বৃদ্ধি পায় এবং দেনার সুদ অপরিশোধিত থাকে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ক্ষতি (operating loss) প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিষ্ঠানটি পরিচলনা করা সম্ভব নাও হতে পারে বা অচিরেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৩) প্রচুর পরিমান ওভারড্রাফ্ট (overdraft) প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ। যার কারণে প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কেননা অধিক পরিমাণে ওভারড্রাফ্ট থাকার অর্থ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির নগদ টাকার প্রবাহ কম যা দিয়ে প্রতিষ্ঠান চালু রাখা কঠিন। আবার ব্যাংক যদি ওভারড্রাফ্ট-এর সুবিধা কোন কারণে বন্ধ করে দেয়, সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

৪) গবেষণা ও উন্নয়ণ (research and development) খাতে যদি প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রতিনিয়ত কমে যায় বা আদৌ কোন বরাদ্দ না থাকে, তবে সে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার গুণগত মান তার প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের তুলনার কম হওয়ার সম্ভাবণা থাকে। একটা সময় প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার মান সেকেলে (backdated) হওয়ার কারণে বিক্রয়ের পরিমান কমে যাবে এবং প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

৫) দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করলে এবং তা যদি অপুরনীয় হয়, সে ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান চলমান রাখা খুবই কষ্ঠসাধ্য ব্যাপার। তাই ইহাও "চলমান ব্যবসায়" সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক বা নির্দেশক।

৬) প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠান চালু রাখা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। কেননা প্রতিষ্ঠান যদি তার প্রধান ক্রেতাদের হারায়, যাদের উপর আয়ের অধিকাংশই নির্ভর করে, তাহলে ব্যাপক হারে আয় কমার ঝুঁকি থাকে। আবার প্রধান বিক্রেতা যাদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়, তারা যদি ব্যবসায়ীক সম্পর্ক ছিন্ন বা চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে প্রতিষ্ঠান কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৭) প্রতিষ্ঠান যদি তারল্য সংকটে পতিত হয়, তবে ব্যবসায় চালু রাখা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং, তারল্যতা হচ্ছে "চলমান ব্যবসায়" সমস্যার আরেকটি সূচক বা নির্দেশক।

৮) বড় ধরণের কোন মামলার মুখোমুখি হলে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অনেকটা অনিশ্চিত। কারণ উক্ত মামলায় হেরে গেলে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করার আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে। অথবা উক্ত মামলায় হেরে গেলে প্রতিষ্ঠানকে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হতে পারে; যার কারণে ব্যবসায় চালু রাখা সম্ভব নাও হতে পারে।

৯) প্রতিষ্ঠানের বড় ধরনের কোন প্রকল্প (project), ইউনিট বা কারখানা যার উপর অধিকাংশ আয় নির্ভরশীল, তা বন্ধ হয়ে গেলে পুরো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

উপারোক্ত সূচকসমুহ ছাড়াও সমজতীয় অন্যান্য সূচক পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষক উক্ত প্রতিষ্ঠান "চলমান ব্যবসায়" সমস্যায় পতিত কিনা, তা জানতে পারেন।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে "চলমান ব্যবসায়" অনুমান-এর প্রভাব

Impact of going concern assumption on the audit report

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে "চলমান ব্যবসায়" অনুমান-এর প্রভাব আছে। কেননা নিরীক্ষা প্রতিবেদন কেমন হবে, তা নির্ভর করে নিম্মোক্ত দুটো পরিস্থিতির উপর। যথাঃ

১) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যদি "চলমান ব্যবসায়" অনুমান-এর ভিত্তিতে যথাযথভাবে তৈরী করা হয়।

২) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরীর ক্ষেত্রে "চলমান ব্যবসায়" অনুমান (going concern assumption) যথাযথ বা সঠিক ছিল না।

উপরোক্ত দুই পরিস্থিতিতে নিরীক্ষা প্রতিবেদন (audit report) দুই ধরণের হবে। যথাঃ

১) নিরীক্ষক যখন নিশ্চিত হবেন যে, প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "চলমান ব্যবসায়" অনুমান সঠিক, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই অথবা অচিরেই বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সে অনুযারী আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরী করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে নিরীক্ষক দেখবেন যে, এ বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিমান ও যথাযথ তথ্য-উপাত্ত আর্থিক বিবরণীতে উপস্থাপণ ও প্রকাশ করা হয়েছে কিনা। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি উক্ত অবস্থাকে মোকাবেলা করার জন্য কি ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছে, তাও পর্যালোচনা করবেন। "চলমান ব্যবসায়" অনুমান সঠিক হলে এবং এর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত পরিমান ও যথাযথ তথ্য-উপাত্ত আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশ করা হলে, নিরীক্ষক অপরিবর্তিত মতামত (unmodified opinion) প্রদান

করবেন। তবে তিনি বিষয়টি "বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" (emphasis of matter) অনুচ্ছেদ (paragraph) ব্যবহার করে তা প্রকাশ করবেন এবং শেয়ারহোল্ডার এবং আর্থিক বিবরণীর অন্যান্য ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। আর "চলমান ব্যবসায়" অনুমান সঠিক হওয়া সত্ত্বেও যদি পর্যাপ্ত পরিমান ও যথাযথ তথ্য-উপাত্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে উপস্থাপন ও প্রকাশ না করে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে নিরীক্ষক শর্তযুক্ত (qualified opinion) বা নেতিবাচক/প্রতিকুল মতামত (adverse opinion) প্রদান করবেন।

২) যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি "চলমান ব্যবসায়" সমস্যায় পতিত, কিন্তু আর্থিক বিবরণীসমুহ বিকল্প পদ্ধতিতে তৈরী না করে বরং "চলমান ব্যবসায়" অনুমানের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়; সে ক্ষেত্রে নিরীক্ষক নেতিবাচক/প্রতিকূল মতামত (adverse opinion) প্রদান করবেন। কারণ, আর্থিক বিবরণীসমুহ যথাযথ নিয়ম মেনে বা বিকল্প পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়নি। যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান "চলমান ব্যবস্যায়" সমস্যায় নিমজ্জিত বা প্রতিষ্ঠানটি সর্বশেষ হিসাব বছর শেষ হওয়ার পর থেকে পরবর্তী ১২ (বার) মাস ইহার ব্যবসায়ীক কার্যক্রম চালাতে সক্ষম নয়, সেক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীসমুহ স্বাভাবিক হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (accounting principles) অনুসারে তৈরী করা যাবে না। সেক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে (যেমনঃ break-up/liquidation method) আর্থিক প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে। তবে যে ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধাতিতে আর্থিক বিবরণীসমুহ তৈরী করা হয়েছে এবং এর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত পরিমান ও যথাযথ তথ্য-উপাত্ত আর্থিক বিবরনীসমুহে উপস্থাপন ও প্রকাশ করা হয়, সেক্ষেত্রে নিরীক্ষক অপরিবর্তিত মতামত (unmodified opinion) প্রদান করবেন এবং বিষয়টি "বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" (emphasis of matter) অনুচ্ছেদ (paragraph) এ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরবেন।

সারসংক্ষেপঃ

চলমান ব্যবসায় ধারণা হচ্ছে হিসাববিজ্ঞানের একটি শব্দ বা পরিভাষা, যা দ্বারা একটি কোম্পানি এর দায়সমুহ পরিশোধ করার অর্থনৈতিক সক্ষমতা রাখে এবং এর ব্যবসায় কার্যক্রম সুদুর ভবিষ্যৎ (foreseeable future) পর্যন্ত চালিয়ে নিতে সক্ষম এমন পরিস্থিতিকে বুঝায়।

"চলমান ব্যবসায়" সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষক উভয়েরই পৃথক দায়িত্ব আছে। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠানটি সর্বশেষ হিসাব বৎসর থেকে পরবর্তী ১২ মাস পর্যন্ত ব্যবসায় পরিচলানা করতে পারবে কিনা বা ব্যবসায় চলমান থাকবে কিনা তা নির্ণয় করা। দ্বিতীয়তঃ যদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "চলমান ব্যবসায়"-এর ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যা না থাকে বা প্রতিষ্ঠানটি আগামী ১২ মাস পর্যন্ত ব্যবসায় চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা রাখে, তবে স্বাভাবিক হিসাববিজ্ঞানের মানদন্ডসমূহ (accounting standards) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমুহ প্রস্তুত করা। "চলমান ব্যবসায়" সমস্যার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা যদি এ উপসংহারে উপনীত হন যে তাদের প্রতিষ্ঠানে চলমান ব্যবসায় সমস্যা নেই, তাহলে নিরীক্ষক এর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত এবং যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে তার সত্যতা যাচাই পূর্বক মতামত প্রদান করবেন।

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন ধরনের সূচক বা নির্দেশক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাদের প্রতিষ্ঠান "চলমান ব্যবসায়" সমস্যায় নিমজ্জিত কিনা। তেমনিভাবে, একই ধরনের সূচক বা নির্দেশক পর্যালোচনা করে নিরীক্ষক ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত যাচাই করবেন। বিভিন্ন ধরনের সূচক বা নির্দেশকের মধ্যে রয়েছে- আয় বিগত কয়েক বৎসর ব্যাপক হারে কমে যাওয়া; প্রতিষ্ঠানের প্রচুর পরিমাণ দেনা বৃদ্ধি পাওয়া এবং দেনার সুদ অপরিশোধিত থাকা; প্রতিষ্ঠানের প্রচুর পরিমান ওভারড্রাফট (overdraft) থাকা; গবেষণা ও উন্নয়ণ খাতে প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রতিনিয়ত কমে যাওয়া বা আদৌ কোন বরাদ্দ না থাকা; দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করা; প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করা; প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তারল্য সংকটে পতিতে হওয়া; বড় ধরণের কোন মামলার মুখোমুখি হওয়া; প্রতিষ্ঠানের বড় ধরণের কোন প্রকল্প, ইউনিট বা কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে "চলমান ব্যবসায়" অনুমান এর প্রভাব আছে। "চলমান ব্যবসায়" অনুমান সঠিক হলে এবং এর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত পরিমান ও যথাযথ তথ্য-উপাত্ত আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশ করা হলে, নিরীক্ষক অপরিবর্তিত মতামত (unmodified opinion) প্রদান করবেন। যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি "চলমান ব্যবসায়" সমস্যায় পতিত, কিন্তু আর্থিক বিবরণীসমুহ বিকল্প পদ্ধতিতে তৈরী না করে বরং "চলমান ব্যবসায়" অনুমানের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়; সে ক্ষেত্রে নিরীক্ষক নেতিবাচক/প্রতিকূল মতামত (adverse opinion) প্রদান করবেন।

পাঠ-১.৬ ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্র
Management Representation Letter

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্র-এর অর্থ বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্রের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্র এর অর্থ
Meaning of management representation letter

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্র একটি বিশেষ ধরনের পত্র, যা নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর বহিঃস্থ নিরীক্ষক প্রস্তুত করেন এবং কোম্পানীর উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকগণ (senior managers) তা স্বাক্ষর করেন। এ পত্রের মাধ্যমে কোম্পানীর ব্যবস্থাপকগণ তাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমুহ সঠিক, তা প্রত্যয়ণ বা সত্যায়িত করে থাকেন। অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীসমুহে সকল প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (material information) উপস্থাপণ ও প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে যে সকল তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষককে সরবরাহ করা হয়েছে, তা সঠিক ও নিরপেক্ষ মর্মে কোম্পানীর ব্যবস্থপনা এ পত্রের মাধ্যমে মুলতঃ লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন। নিরীক্ষক এ পত্রকে নিরীক্ষা সাক্ষ্যপ্রমান হিসাবে ব্যবহার করেন। তাছাড়া, নিরীক্ষার পরে যদি আর্থিক বিবরণীসমুহে কোন বড় ধরেনের বা গুরুতর ভুল (material error) উদ্‌ঘাটিত হয়, তার দায়-দায়িত্ব কিছুটা নিরীক্ষক থেকে নিরীক্ষাধীন কোম্পানী ব্যবস্থাপনার নিকট স্থানান্তর হয়। অর্থাৎ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমুহে যদি বড় ধরণের বা গুরুতর কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, তার দায় নিরীক্ষকের পাশাপাশি কোম্পানী ব্যবস্থাপনার উপরও বর্তায়। কেননা কোম্পানী ব্যবস্থাপনা যদি অসত্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে এবং নিরীক্ষক যদি সে সকল তথ্য-উপাত্তের সত্যতা যাচাই পূর্বক সঠিক মতামত প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে উভয় পক্ষকেই এর দায়ভার বহন করতে হবে।

নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর পক্ষে প্রধানতঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (chief executive officer–CEO) এবং প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (chief financial officer–CFO) এ পত্রে স্বাক্ষর করেন। তা সাধারণতঃ নিরীক্ষা কার্যাবলী সম্পন্ন হওয়ার পরে তৈরী করা হয় এবং স্বাক্ষরিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্র কোম্পানী ব্যবস্থাপনা কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক বিবরণীসমুহের উপর নিরীক্ষক মতামত প্রদান করেন না।

এই পত্রকে কখনো আবার rep letter, representation letter, client representation letter বা letter of representation ও বলে।

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্রের বিষয়বস্তু
Contents of management representation letter

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্রে যে সকল বিষয়বস্তু উল্লেখ থাকে, তা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ

১) সাধারণ বিষয়বস্তু (general contents)
২) সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু (specific contents)

১) **সাধারণ বিষয়বস্তু (general contents)ঃ** কোম্পানীর পরিচালকগণ বা পরিচালনা পর্ষদ ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্রের সাধারণ বিষয়বস্তুর অধীনে নিম্মোক্ত বিষয়সমুহ অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করেনঃ

ক) কোম্পানী ব্যবস্থাপনা আর্থিক বিবরণীসমুহ হিসাববিজ্ঞান কাঠামো (accounting framework) অনুযায়ী তৈরীর জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

খ) সকল প্রকার লেনদেন আর্থিক বিবরণীসমুহে যথাযথভাবে হিসাববিজ্ঞানের কাঠামো অনুযায়ী লিপিদ্ধ করা হয়েছে।

গ) নিরীক্ষার শর্তানুযায়ী সকল প্রকার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তারা নিরীক্ষককে সরবরাহ করেছেন এবং নিরীক্ষককে সকল প্রকার তথ্যাদি ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করেছেন।

ঘ) কোম্পানী ব্যবস্থাপনা কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং সকল প্রকার জাল-জুয়াচুরি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

ঙ) সকল প্রকার আর্থিক বিবরণীসমুহ "চলমান ব্যবসায়" অনুমান (going concern) এর ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া, "চলমান ব্যবসায়" অনুমান সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

চ) সকল "আন্তঃপক্ষিয় লেনদেন" (inter party transactions) যথাযথভাবে আর্থিক বিবরণীসমুহে উপস্থাপন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

ছ) এমন কোন লেনদেন নেই যেগুলোর সমন্বয় বাকী আছে অথবা যে গুলোর তথ্য উপস্থাপন ও প্রকাশ এখনো করা হয়নি।

২) সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু (Specific contents)ঃ কোম্পানীর পরিচালকগণ বা পরিচালনা পর্ষদ ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্রের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর অধীনে নিম্মোক্ত বিষয়সমুহ অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করেনঃ

ক) কোন এক বা একাধিক নির্দিষ্ট দেনাদার (specific debtor)-এর কাছ থেকে দেনা বা অর্থ আদায়যোগ্য।

খ) প্রতিষ্ঠানের সকল হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে।

গ) ব্যবসায়কে পুনর্গঠন করার জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘ) কোন নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন/বিক্রয় এবং সেবা প্রদান বন্ধ করা হলে তা যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপঃ

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্র একটি বিশেষ ধরনের পত্র, যা নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর বহিঃস্থ নিরীক্ষক প্রস্তুত করেন এবং কোম্পানীর উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকগণ (senior managers) তা স্বাক্ষর করেন। এ পত্রের মাধ্যমে কোম্পানীর ব্যবস্থাপকগণ তাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমুহ সঠিক, তা প্রত্যয়ণ বা সত্যায়িত করে থাকেন।

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্রে যে সকল বিষয়বস্তু উল্লেখ থাকে, তা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ (১) সাধারণ বিষয়বস্তু, এবং (২) সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. নিরীক্ষা প্রতিবেদন বলতে কী বুঝায়? নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ বা উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন। (What is meant by audit report? State the different parts of an audit report.)

২. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ব্যবহার ও গুরুত্ব আলোচনা করুন। (Discuss the usages and importance of an audit report.)

৩. নিরীক্ষায় গুরুত্বতা ধারনাটি ব্যাখ্যা করুন। নিরীক্ষা গুরুত্বতার প্রকারভেদ বর্ণনা করুন। (Explain the concept of materiality in audit. Narrate different types of audit materiality.)

৪. নিরীক্ষকের মতামত বলতে কী বুঝায়? নিরীক্ষকের মতামতের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন। (What is meant by auditor's opinion? Narrate different types of auditor's opinion.)

৫. অপরিবর্তিত নিরীক্ষকের মতামত এবং শর্তযুক্ত নিরীক্ষকের মতামতের পার্থক্যসমূহ বর্ণনা করুন। (State the differences between unmodified auditor's report and qualified auditor's report.)

৬. ‘‘বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ’’ অনুচ্ছেদ বলতে কি বুঝায়? "বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ" অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ কী কী? (What is meant by "emphasis of matter" paragraph? What are the contents of "emphasis of matter" paragraph?)

৭. ‘‘অন্যান্য বিষয়’’ অনুচ্ছেদ বলতে কী বুঝায়? নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কখন ‘‘অন্যান্য বিষয়’’ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হয়? (What is meant by "other matter" paragraph? Under which circumstances the "other matter" paragraph is necessary to include in an audit report?)

৮. "চলমান ব্যবসায়" অনুমানটি ব্যাখ্যা করুন। "চলমান ব্যবসায়" সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষকের দায়িত্বসমুহ বর্ণনা করুন। (Explain the "going concern" assumption. State the responsibilities of management and auditor in "going concern" problem.)

৯. "চলমান ব্যবসায়" সমস্যার সূচক বা নির্দেশকসমূহ কী কী? নিরীক্ষা প্রতিবেদনে "চলমান ব্যবসায়" অনুমান-এর প্রভাব বর্ণনা করুন। (What are the indicators of "going concern" problem? State the impact of "going concern" assumption on the audit report.)

১০. ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্র বলতে কী বুঝায়? ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্ব পত্রের বিষয়বস্তুসমূহ কী? (What is meant by management representation letter? What are the contents of management representation letter?)